দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 14 OCT 1998
পৃষ্ঠা 9 কলাম 2

9

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হালচাল

পাঠ্যসূচিতে আধুনিকতার ছোঁয়া নেই

নীলরতন সরকার : কৃষি শিক্ষা বাস্তব ও প্রায়োগিকমুখী শিক্ষা হলেও সময়ের চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে পরিবর্তন আসেনি। বর্তমানে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন বিভাগ সময়ের সাথে পাঠ্যসূচিতে পরিবর্তন আনলেও অধিকাংশ বিভাগ তাদের পাঠ্যসূচিতে পরিবর্তন আনেননি। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শতকরা ৮২ জন শিক্ষক ও সদ্য পাস করা ৬৩ জন কৃষি গ্র্যাজুয়েট মনে করেন যে, ভ্রান্ত সিলেবাসের কারণে কৃষি গ্র্যাজুয়েটরা বাস্তবধর্মী কৃষি শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। চাকরিরত শতকরা ৫৫ জন কৃষি গ্র্যাজুয়েট চাকরিতে যোগদানের পর প্রশাসনিক ও অফিস ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জ্ঞানের অভাবকে ভ্রান্ত সিলেবাসের প্রতিফলন হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতিকেও অনেকে উচ্চতর কৃষি শিক্ষার অন্তরায় হিসেবে উল্লেখ করেন।

সদ্য পাস করা শতকরা ৪৫ জন কৃষি গ্র্যাজুয়েট ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শতকরা ৭০ জন শিক্ষক মনে করেন বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ, এর পরিবর্তে অনতিবিলম্বে সেমিস্টার পদ্ধতি চালু হওয়া উচিত। সাম্প্রতিক তথ্য সংবলিত বই ও সাময়িকীর (জার্নাল) অভাব আরেকটি সমস্যা। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শতকরা ৪৭ জন শিক্ষক মনে করেন নিত্যনতুন বই ও সাময়িকীর অভাব কৃষি শিক্ষা ত্রুটির অন্যতম একটি কারণ।

বর্তমানে বাংলাদেশে উচ্চতর কৃষিশিক্ষা পদ্ধতির অন্যতম প্রধান ত্রুটি হচ্ছে কৃষকের সমস্যা ও বাস্তব অবস্থার চেয়ে তাত্ত্বিক শিক্ষাই বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে। জরিপে সদ্য পাস করা শতকরা ৬৩ জন কৃষি গ্র্যাজুয়েট ও শতকরা ১শ' জন উর্ধ্বতন কৃষি কর্মকর্তাই মনে করেন যে, প্রায়োগিক জ্ঞানের ঘাটতিই উচ্চতর কৃষি শিক্ষার অন্যতম সমস্যা। উল্লিখিত জরিপ রিপোর্ট তৈরি করেন (সালাম, হোসেন ও আলী)। রিপোর্টটি ডঃ আবুল কাসেম রচিত 'সম্প্রসারণ বিজ্ঞান'-এ লিপিবদ্ধ রয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের খামার* গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প (এফএসআরডিপি) তাদের খামারভিত্তিক গবেষণার আলোকে উল্লেখ করেন, কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে কৃষি প্রযুক্তি সচরাচর আমাদের দেশের কৃষকের চাহিদা ও ব্যবহার ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য রেখে উদ্ভাবিত না হওয়ায় আমাদের দেশের কৃষি শিক্ষা কৃষকের সার্বিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে আশানুরূপ ভূমিকা রাখতে পারছে না। তবে পাস করে যাওয়া কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটদের সাথে আলাপ করে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল প্রতিনিয়তই পাঠ্যসূচিতে নতুন নতুন বিষয় সংযোজন করলেও অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ না দেয়ার ফলে সময়মত সিলেবাস শেষ হয় না। যার ফলে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা পেছানোর প্রবণতা বেড়ে সেশনজট তৈরি হচ্ছে প্রতিবছর।

ভেটেরিনারি অনুষদের একজন শিক্ষক আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা সম্পর্কে বলতে গিয়ে সাংবাদিকদের জানান, যখন কোন একটি ১শ' নম্বরের নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত ১ ঘন্টা করে ৪ দিনে ৪ ঘন্টা স্থায়িত্বকালের পাঠদান করা হয় তখনই বিষয়টিকে আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষার সাথে তুলনা করা হয়। বাংলাদেশে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬টি অনুষদের ক্লাস রুটিন থেকে প্রাপ্ত তথ্য এ রকম ঃ কৃষি অনুষদে ১শ' নম্বরের বিষয়ের জন্য সপ্তাহে ২টি ক্লাস। ভেটেরিনারি অনুষদসহ কৃষি প্রকৌশল, মাৎস্য বিজ্ঞান, পশুপালন অনুষদ, কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজ বিজ্ঞান অনুষদে ৩টি করে ক্লাস নেয়া হয়। ক্লাসগুলোর স্থায়িত্বকাল ৪৫ মিনিট করে। জানা যায়, স্বাধীনতা-পূর্ব ও পরবর্তীতে এই ক্লাসগুলোর স্থায়িত্বকাল ছিল ৫০ মিনিট। তখন সকল ৮টার পরিবর্তে সকাল ৯টায় ক্লাস শুরু হতো। তবে মাঠপর্যায়ে অর্জিত শিক্ষার প্রয়োগ এবং ছাত্রছাত্রীদের এক্সপেরিমেন্টের 'গিনিপিগ' হিসেবে ব্যবহার করে একবার ক্যারিওভার পরীক্ষা পদ্ধতি সাপ্লিমেন্টারি পদ্ধতি প্রচলন পরে বাতিল ঘোষণা করলেও সর্বোপরি কৃষি শিক্ষায় আন্তর্জাতিক মানের ছোঁয়া লাগছে না।